দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

051

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

কথায় কথায় সবাই যদিও বলে থাকেন, জ্ঞানার্জনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু এ কথাও সবাই জানেন যে, কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন শিক্ষা যেমন কোন কাজে লাগে না, তেমনি তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের তত্ত্বগত ভাণ্ডার মাথায় নিয়ে বসে থাকলেও কোন ফলোদয় হয় না। কাজেই 'কর্মপদ্ধতির নিরীখে জ্ঞানার্জনই' শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। অথচ দেখা যায়, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যে সকল বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের সিংহভাগই বাস্তবের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে মাননীয় উপাচার্য বলেছেন ঃ দেশে উচ্চ শিক্ষার শতকরা ৭০ ভাগ পাঠ্য বিষয়ই কর্মসংস্থানের সাথে সঙ্গতিবিহীন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেও ভুলেননি যে, এ ব্যবস্থা চলতে থাকলে আমাদের অর্থনীতি উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে পড়বে।

অপরপক্ষে, বাস্তবমুখী শিক্ষার যে সকল বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত তার অধিকাংশ বিষয়েই উপযুক্ত শিক্ষালাভের পরও উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছে না। ফলে কেউ মাটি নিয়ে গবেষণা করার পর হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট, ল-তে অনার্স পড়ে হচ্ছে মাঠ কর্মকর্তা; পৃথিবীর গোলাকৃতি ধর্ম পড়ে পড়ে এখন কেউ গায়ে দিচ্ছে খাকী পোশাক। বস্তুর ঘনত্ব, তরলতা ও বায়বীয় ধর্ম নিয়ে ছয় বছর কাটিয়ে কেউ এখন গার্মেন্টিস-এ করছে কাপড় কাটার হিসাব অথবা কোন বিদেশী কোম্পানীর চাকরি। এ সকল অবস্থা কি শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান চিহ্নিত করে না? তাই শিক্ষা পদ্ধতিকে সঠিকভাবে বাস্তব এবং কর্মমুখী করে তোলার জন্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(১) দেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে বাস্তব ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বয়সোপযোগী দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করতে হবে। (২) এ সকল গ্রন্থাবলী প্রাথমিক থেকে শুরু করে উপরের দিকে সকল পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (৩) হাতে-কলমে এবং কারিগরী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং এসব শিক্ষা অবশ্যই জীবনধর্মী হতে হবে। (৪) মাধ্যমিক স্তরে ঐ সকল বইয়ের সংযোজন ঘটাতে হবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাস্তবসম্মত নতুন কিছু সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগাবে। (৫) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উচুমানের বইয়ের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব সৃজনশীল প্রতিভার উপর মান বন্টন করতে হবে, এতে করে তারা পুস্তকলব্ধ জ্ঞানকে নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিতে উৎসাহী হবে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাকে চার দেয়ালে আটকে না রেখে প্রয়োগের জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে গবেষণা ও কাজের সুযোগ দিতে হবে।

সর্বোপরি, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ এবং বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে কর্মসংস্থানের জন্য চাকরির বিভিন্ন খাত সৃষ্টি করতে হবে। অথবা উল্টোভাবে চাকরির ভিন্ন ভিন্ন খাত সৃষ্টি করে সে অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

—আ. শ. ওয়াহেদ সুমন